১৫

আজকের কাগজ

তারিখ 17 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠছে

দীর্ঘদিন পর আবার ধীরে ধীরে অশান্ত এবং অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি। গত ৭ নভেম্বর ঈশা খাঁ হলের আবাসিক ছাত্র মোঃ নুরুন্নবী শ্যামল ও জিয়া হায়দার খসরুর মধ্যে একটি সীট নিয়ে বাদানুবাদ হয়। এক পর্যায়ে শ্যামল খসরুর গায়ে হাত তুলে। পরবর্তীতে খসরু ও তার সহযোগীরা শ্যামলকে মারধোর করে। ছাত্রদলের মাঝে এ নিয়ে দু'গ্রুপের সৃষ্টি হয়। ফলে সেদিন সন্ধ্যায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েক রাউন্ড গুলি ফোটানো হয়। এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য শাহদাত হোসেন চঞ্চল এক বিজ্ঞপ্তি মারফত জানান, উক্ত শ্যামল ছাত্রদলের কর্মি বা সমর্থক নয়। তার সঙ্গে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। এর সঙ্গে ছাত্রদলের কোনো নেতা বা কমিটির জড়িত থাকার প্রশ্নই উঠে না। উপরন্তু তিনি অভিযোগ করেন ছাত্রদলের নেতা জিয়া হায়দার খসরু ও এসএম মফিউল ইসলামকে শ্যামল ও কতিপয় সন্ত্রাসী লাঞ্ছিত করে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছের এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করেন। এদিকে সেদিন সন্ধ্যার ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ক্যাম্পাসে পুলিশ আসার জন্যে ময়মনসিংহ পুলিশ বাহিনীকে অনুরোধ করেন। ময়মনসিংহের এডিশনাল এসপি [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহায়তায় ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলেন এবং সংযম প্রকাশের সুপারিশ করে। বর্তমানে ক্যাম্পাস শান্ত রয়েছে তবে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মনে উদ্বেগ কাজ করছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোকাম্মেল হক।